অপেরা হাউসে রুনা লায়লা

জামিল হাসান সুজন

আজ ১৮ই মার্চ ২০০৭, হার্বার ব্রীজের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী। মানুষের ঢল নেমেছে অপেরা হাউসের পাদ দেশে। আর ভিতর বাড়িতে কনসার্ট কক্ষে আয়োজন বসেছে উপমহাদেশের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লার সংগীত সন্ধ্যা।

বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে, সকাল থেকেই মনটা ফুরফুরে। হল রুমে প্রবেশ করতে সামান্য একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। আলো আঁধারীতে ঘেরা সেই মায়াবী ঘরে প্রবেশ করতেই কানে এল সুরেলা কণ্ঠের সুমধুর সুর 'প্রতিদিন তোমায় দেখি সূর্য রাগে, প্রতিদিন তোমার কথা হৃদয়ে জাগে, ও আমার দেশ-ও আমার বাংলাদেশ।' আসনে বসে সামনের দিকে তাকালাম। এইতো আমার একটু সামনে অসাধারণ প্রতিভাধর, মোহময়ী কণ্ঠের অধিকারিণী, বাংলাদেশের গর্ব - রুনা লায়লা। পরনে লাল রঙের জর্জেটের শাড়ি, রুপালী চুমকী বসানো, গলায় হীরকের হার, হাতে ব্রেসলেট। পেছনে সার বেঁধে দাঁড়ানো সুসজ্জিত বাদ্য সৈনিক দল। তাদের সম্মুখে আসরের মধ্যমণি অগাধ রুপে স্বাস্থ্যে ঝক ঝক করছে আমাদের আজকের শিল্পী। যেন মহারাণী।

দেশাত্মবোধক গান শুনেই বুঝলাম এটিই প্রথম গান। পরে জেনেছিলাম এর আগে রুনা লায়লার বর্তমান স্বামী চিত্র নায়ক আলমগীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, কিছু হাস্য কৌতুক এবং দু একটি গানও পরিবেশন করেন ভদ্রলোক।

দেশের গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলাম, কি অপরুপ কণ্ঠ মাধুর্য, কি গভীর দরদ এবং কি অপরিসীম অনুরাগ সংগীতের প্রতি তা একটি গান শুনেই বোঝা গেল। এরপর শুরু করলেন,'যে জন প্রেমের ভাব জানেনা' গান থামিয়ে বললেন,'যে জন এই অনুষ্ঠান দেখতে আসেনি তার সঙ্গে নাই লেনা দেনা'। বিশাল কনসার্ট কক্ষে মাত্র শ চারেক দর্শক হবে। দর্শক সংখ্যার অপ্রতুলতা সত্যিই দুঃখ জনক। রুনা লায়লা জানালেন, ৪ জন অল্প বয়সী ছেলে আজকের এই অনুষ্ঠানের অয়োজক, ওদের নাম ইকো, জয়, জুয়েল এবং রুমেল। দুঃখ ভরা কণ্ঠে শিল্পী বললেন, আপনাদের কি উচিত ছিলনা এই তরুণ দের চলার পথে সহযোগিতা করা?

প্রসংগত বলে রাখছি, দর্শক সংখ্যার এই অপ্রতুলতার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ নিহিত রয়েছে। প্রথমত, এই শিল্পী দু এক বছর আগে এই অপেরা হাউসেই গান গেয়েছিলেন যা স্মৃতির আয়না থেকে এখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। দ্বিতীয়ত এই দু সপ্তাহ আগে গান গেয়ে গেলেন আশা ভোঁসলে। বিভিন্ন শিল্পীর ঘন ঘন আগমন, নানা রকম

মেলা ও অনুষ্ঠানের ফলে দর্শকদের বাজেটের বিষয়টি ভেবে দেখার মত। আয়োজকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেই একটি প্রশ্ন করতে চাই, ৬০ ডলারের টিকিট শেষ হওয়ার যে প্রচারণা আমরা পেয়েছিলাম তার সত্যতা হলে গিয়ে পাইনি। পেছনের সারিগুলো তাহলে এমন শূণ্য কেমন করে থাকলো?

যাই হোক আবারও গানে ফিরে আসি। পর পর দুটো হিন্দী গান হল। বলা বাহুল্য বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাতে গান গাওয়ার দক্ষতা ও সাবলীলতা আমাদের আজকের শিল্পীর অনায়াস সাধ্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

দর্শকদের দিকে লক্ষ্য করে আহ্বান করলেন তাদের অনুরোধে গান গাইবেন কিনা। দর্শকদের পক্ষ থেকে পাঠানো হল এক ঝুড়ি অনুরোধ। শুরু হল মন মাতানো গান। 'পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিলাম' এই জনপ্রিয় গানটি ধরতেই দর্শক শ্রোতারা উল্লাসে ফেটে পড়লো। দর্শকদের মধ্য থেকে শিল্পী মঞ্চে আহ্বান করলেন তিনটি শিশুকে। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নেচে গেয়ে আসর মাতিয়ে তুললেন তিনি।

এরপর উর্দু গান, হিন্দী গান ক্লান্তিবিহীনভাবে গেয়ে চললেন। তাঁর তেজদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ও এর সাথে শতভাগ পেশাদার গায়কী সবার মন ছুঁয়ে গেল। দশ মিনিটের জন্য বিরতি নিয়ে শিল্পী চলে গেলেন মঞ্চের আড়ালে।

এই সময়ে হাজির হলেন আলমগীর। কথা, কৌতুক ও দু একটি গানে সময়টাকে আনন্দময় করে তুললেন।

বিরতি শেষে আবারও মঞ্চে উপস্থিত আমাদের অতি প্রিয় রুনা লায়লা। স্বামী স্ত্রী মিলে গাইলেন একটি ডুয়েট গান। মঞ্চ থেকে আলমগীরের বিদায়ের পর আবারও শুরু হল রুনার মোহনীয় গান। 'অনেক বৃষ্টি ঝরে- তুমি এলে' দর্শক শ্রোতাদের প্রিয় এই গানটি হৃদয়কে যেন নতুন করে স্পর্শ করলো। আবার দুটি হিন্দী গান। দর্শকেরা অসহিষ্ণু হয়ে বললো,'হিন্দী গান শুনতে চাইনা, শুধু বাংলা গান'।

গাওয়া হল - 'আয়রে মেঘ আয়রে',' গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে।' ' শিল্পী আমি তোমাদেরই গান শোনাব'- এই গানটি শুরু হওয়ার সাথে সাথে সবাই যেন আলোড়িত হয়ে উঠলো। দর্শকদের মধ্য থেকে মঞ্চে আহ্বান করা হল এক দম্পতিকে , তাদের নিয়ে নাচলেন গাইলেন, এল বীতা নামের একজন স্থানীয় শিল্পী,তার হাতে মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিতেই পুরো একটি অন্তরা সাবলীল ভঙ্গীতে গাইলেন এই শিল্পী, আর পেছনে বসে থেকে রুনা শুনলেন তাঁর নিজের গান অন্যের কণ্ঠে।

বাড়ির মানুষ কয়, সাধের লাউ- ইত্যাদি গানের পর এবারে যন্ত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। তবলায় মিলন, অক্টপ্যাড সাদেক আলী, লিড গিটারে সেলিম হায়দার, বেস গিটারে ফুয়াদ নাসের বাবু, কি বোর্ডে জাহাঙ্গীর হায়াত খান ও মান্নান

মোহাম্মদ।

দর্শকদের অনুরোধে আয়োজকদের মঞ্চে হাজির করা হল। তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে রুনা বললেন, তোমরা মন খারাপ ক'রনা, ইনশাল্লাহ সামনে তোমদের সফল ভবিষ্যত।' দর্শকদের মধ্য থেকেও তাদের উদ্দ্যেশ্য সান্ত্বনার বাণী শোনানো হল। ঠিক তখনই আয়োজকদের মধ্য থেকে একজন খুব দম্ভ ভরে বলল,'উই আর নট স্কেয়ার্ড'। দর্শকদের সমগ্র সহানুভূতির উত্তাপে যেন ছাই চাপা দেওয়া হল।

শেষ গানটি গাইলেন একটি জনপ্রিয় উর্দু গান। 'হো লা মেরি- - সাবাস ক্যালেন্ডার।' সমাপ্তি হল সংগীত সন্ধ্যার। আলমগীর এসে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

অপেরা হাউসের বাইরে তখন লক্ষ প্রাণের মেলা। সবার উৎসুক দৃষ্টি হার্বার ব্রীজের দিকে । অচিরেই শুরু হবে ফায়ার প্রদর্শনী। অপেরা হাউসের ভেতরে ঠিক তখনই সেই ৪জন তরুণের চোখে অশ্রু টলমল। এত দিনের এত পরিশ্রম, অর্থ লগ্নী- হিসাব নিকাশের পাতায় যোগ ফল শূণ্য।

তবু তারা হয়তো আশায় বাঁধবে বুক। নেক্সট টাইম - -।
বুকের মধ্যে বাজবে সেই গানের সুর - ভীতু নই আমরা- আমারা করব জয়।
উই শ্যাল ওভার কাম।

অনুষ্ঠানের আরো ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন